অন্তিম মুহূর্ত

বই	অন্তিম মুহূর্ত
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ	আব্দুল্লাহ ইউসুফ
সম্পাদনা	মুফতি তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

অন্তিম মুহূর্ত

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

অন্তিম মুহূর্ত

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
বরিউস সানি ১৪৪০ হিজরি / ডিসেম্বর ২০১৮ ইসায়ি

প্রাপ্তিস্থান
খিদমাহ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯-৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১১৫ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

সূচিপত্র

একটি সত্য উক্তি ০৭
অবতরণিকা ০৯
হৃদয়ের আকুতি ১১
সামনের ঠিকানা ১১
মৃত্যুর যন্ত্রণা এবং সে মুহূর্তটি কেমন? ১২
যে বাস্তবতা কেউই অস্বীকার করে না ১৩
হয়তো পুরস্কার, নয়তো কঠিন শাস্তি ১৬
আমাদের তামাশা আর অট্টহাসি বন্ধ হবে কি? ১৮
মৃত্যু কেমন? ১৯
দুটি ভয়ংকর দিন আর দুটি ভয়ংকর রাতের কথা ২২
ঠিকই এসেছিল অন্তিম বিদায়ের আভাস ২৩
সালাফের অন্তিম মুহূর্ত ২৪
প্রিয় নবিজির অন্তিম মুহূর্তের বাণী ২৫
কতিপয় সাহাবির অন্তিম মুহূর্তের কথা ২৫
মৃত্যুযন্ত্রণার সে সময় অটল থাকা বড়ই কঠিন ৩৩
শিক্ষা গ্রহণ করা চাই অপরের মৃত্যু দেখে ৩৫
চোখদুটি বন্ধ করে ভাবো কিছুক্ষণ ৩৭
নিজ হাতে কাফন প্রস্তুত করার ঘটনা ৪০
দুনিয়াতে আমাদের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কী? ৪১
আমরা কেমন সংবাদ পাবার আশা রাখি ৪২
আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তুতি ৪৪
একজন সাহাবির অন্তরের আহ্বান শোনো ৪৫
আল্লাহর ভয়েই তারা এমনটি ভাবতেন ৪৬
আমালনামা খোলা থাকতেই আমল করে নাও ৪৭

ভেবে দেখো, কেমন ছিল সালাফের অন্তিম মুহূর্তের
ভাবনাগুলো ৪৮
মৃত্যুর স্মরণ ৫২
অন্তিম বিদায়ের পর আর ফিরে আসা যাবে না ৫৪
রওয়ানা কোন দিকে? ৫৫
দুনিয়াতে ফিরে আসা বা দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা ৫৮
অবস্থান যেমনই হোক, মৃত্যুর সাক্ষাৎ অনিবার্য ৬৪
কাফনের কাপড় নিয়ে সালাফের ভাবনা ৬৯
অন্তিম মুহূর্তে আমরা যেন সাফল্যের দেখা পাই ৭১
পরকালের নাজাত-প্রত্যাশীদের জন্য মুক্তো-সম মূল্যবান
কিছু নসিহত ৭৬

একটি সত্য উক্তি

হাসান বসরি রহ. বলতেন,

'হে আদম সন্তান, তুমি তো একাকী মৃত্যুবরণ করবে। পুনরুত্থিত হবে একাই। একাই তুমি তোমার হিসাবের সম্মুখীন হবে।

হে আদম সন্তান, যদি সকল মানুষ আল্লাহর আনুগত্য করে আর তুমি একা অবাধ্যতায় লিপ্ত হও, তবে তাদের আনুগত্য তোমার কোনো কাজে আসবে না। আর যদি তারা সকলেই আল্লাহর অবাধ্য হয় আর তুমি একজনই তাঁর আনুগত্যের ওপর অটল থাকো, তবে তাদের অবাধ্যতা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

আদম সন্তান, তোমার পাপ তোমার ঘাড়েই চাপবে। দ্বীন অনুযায়ী চলা-ই রক্ত-মাংসে গড়া তোমার এ শরীরের জন্য নিরাপদ। অন্যথা নিশ্চিত ভোগ করতে হবে অনন্ত অগ্নির শাস্তি, অবিরত ভয়ংকর শাস্তির পরিক্রমায় যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে এ শরীর, এভাবে অনন্তকাল শাস্তি আস্বাদন করতে থাকবে এ পাপী প্রাণ, কখনো এ প্রাণের মৃত্যু আসবে না; বরং শাস্তিই পেতে থাকবে অবিরত।'[১]

১. আল-হাসান আল-বসরি : ১০১

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أما بعد :

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুলের ওপর।

আল্লাহ তাআলা এ দুনিয়াকে অবস্থানের আবাস বানাননি। দুনিয়াকে বানিয়েছেন সফর বা অতিক্রমের জায়গা। এরপরেই তিনি হিসাব নেবেন। তারপর প্রতিদান দেবেন। এ দুনিয়ায় আমাদের সর্বশেষ নিশ্বাসগুলো নেওয়ার সময়টিই আমাদের অন্তিম মুহূর্ত। অন্তিম মুহূর্তে মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির ওপর নেমে আসে নানান কঠিন ও ভয়াবহ বিপদ। বস্তুত, তাকেই তো সত্যিকারের বিচক্ষণ বলা যায়, যে অন্যের অন্তিম মুহূর্তের অবস্থা দেখে নিজেকে সংশোধন করে নেয়। তো এমন কঠিন সময় মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির প্রিয়জনদের কী করণীয় হবে? কী আমলে ব্যস্ত থাকবে, যাতে করে মুমূর্ষু ব্যক্তি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে, প্রতীক্ষায় থাকতে পারে মৃত্যুর সাক্ষাতের?

প্রিয় পাঠকের জন্য সেসব অবস্থার বিভিন্ন দিক চয়ন করেই সাজিয়েছি এ পুস্তিকাটি। এর শুরুভাগেই রয়েছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্তিম মুহূর্তের বর্ণন। এরপর একে একে এসেছে এ সম্পর্কে সাহাবিগণ ও সালাফের বিভিন্ন ঘটনা-বিবরণ; যাতে করে পাঠক একটু সচেতন হতে পারে, দেখেশুনে কদম ফেলে, সাবধান থাকে অন্তিম মুহূর্তে। এসব ঘটনা এক একটি ভয় ও শঙ্কার চিত্র। এখানে রয়েছে উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য উপদেশ। উদাসীনদের জন্য জাগরণী বার্তা। এটি أين نحن من هؤلاء؟ -সিরিজের বারোতম বই। আমার অন্য আরেকটি বই لحظات ساكنة-এর ওপরে এ পুস্তিকাটি আধারিত।

আল্লাহর কাছে একান্ত প্রার্থনা, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যেন হয় দুনিয়ার জীবনে আমাদের শেষ বাক্য। আপনার আনুগত্যে আমাদের অটল-অবিচল রাখুন। আমাদের সর্বশেষ দিনগুলোকে আমাদের জন্য সর্বোত্তম করুন। আমাদের সর্বশেষ আমলকে কবুল করুন সর্বাধিক উত্তম আমল হিসেবে। মৃত্যুযন্ত্রণার বিপদকে বানান আমাদের পাপ মোচন ও মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমরূপে এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্তে আমাদের আপনি আগলে রাখুন আপনার পরম মায়ায়।

- আব্দুল মালিক ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আল কাসিম

হৃদয়ের আকুতি

আমার প্রিয় ভাই,

প্রতিটি মুহূর্তই তুমি সফর করে চলছ। অন্যদের অভিজ্ঞতা যাচাই করছ। পর্যবেক্ষণ করছ পূর্ববর্তীদের পথচিহ্ন। এসো, পাঁচ কি দশ মিনিট সময় সফর করবে আমাদের সাথেও। চলো, তাহলে একটি স্টেশন দেখে আসি, যে স্টেশন তোমাকে অতিক্রম করতে হবে একান্ত একাকী। হ্যাঁ, সেখানে তোমাকে একাই অবস্থান করতে হবে। তুমি চাও বা না-ই চাও— সে স্টেশন, সে মুহূর্ত অবশ্যম্ভাবী। সে মুহূর্তটি তোমার জীবনে নিশ্চিত আসবেই।

সেটি এমন এক স্টেশন, যা মুমিন-কাফির, নেককার-পাপী, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলকেই অতিক্রম করতে হবে। এমনকি নবি-রাসুলদেরকেও সে ভয়ানক স্টেশন ও বিপজ্জনক মুহূর্তগুলো অতিক্রম করতে হয়েছে।

সে অন্তিম মুহূর্তটি আমার ও তোমার দিকে ক্রমেই ধেয়ে আসছে। এ স্থান, এ মুহূর্তটি আমাদের পূর্বে অনেকে অতিক্রম করেছেন। তারা স্বচক্ষে একে অবলোকন করেছেন। একে জেনেছেন তার স্বরূপে। তারা এর স্বাদ আস্বাদন করেছেন। তাদের পান করতে হয়েছে এ যন্ত্রণার পেয়ালা। এসো, আমরা আজ তাদের চোখে একে দেখি, তাদের কানে একে শুনি, সে মুহূর্তগুলো যাপন করে আসি তাদের মতোই।

সামনের ঠিকানা

তুমি অবশ্য বিচক্ষণ-জ্ঞানী। চলছ অন্যদের দৃষ্টিসীমায়, তাদের অভিজ্ঞতা জানার অভিপ্রায়ে। আর বই-পুস্তক ঘাঁটাঘাঁটি করছ পূর্ববর্তীদের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত হবে বলে। এসো, দেখো—তাদের জীবনের সমাপ্তি, কেমন তাদের অন্তিম মুহূর্তটি। মানি, তুমি অনেক পড়েছ, অনেক শুনেছ। তারপরও আমার দুটি কথা শোনার আশায় একটু কান পেতে দাও। আঁখিযুগল নিবদ্ধ করো। আমার সঙ্গে সফর করো কিতাবের পরতে পরতে।

হ্যাঁ, এটি তাদের সময় অতিক্রমের সফর, যাদের অন্তিম মুহূর্ত এসে গিয়েছিল, যাদের কাছে মৃত্যুদূত মৃত্যু নিয়েই হাজির হয়েছিল। এটি জীবনের সফর। এ সফর একসময় শুরু হয়েছিল তোমারও। অচিরেই তুমি দেখতে পাবে, এ সফরের নিশ্চিত অবসানও। তোমার শেষ সমাপ্তিকে এ কিতাবের পরতে পরতে দেখে নাও। বেছে নাও কেমন হবে তোমার অন্তিম মুহূর্ত।

ভয় যেন তোমাকে অস্থির না করে তোলে। কারণ, মৃত্যুকে ফেরাতে তা কোনোই কাজে আসবে না। ভয় মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না। তুমি বরং তাদের শেষ মুহূর্তগুলো নিয়ে ভাবো। নিজেকে তাদের একজন মনে করো। কারণ, প্রত্যেক প্রাণীরই আছে একটি নিশ্চিত সমাপ্তি। জন্ম নিলে মৃত্যু যে অবধারিত। অন্তিম মুহূর্তের এ স্মরণিকাতে হয়তো তোমারও কিছু উপদেশ অর্জিত হবে। একদিন তোমাকেও মরতে হবে, তুমিও হবে কবরবাসীদের একজন।

এসো, এ সফরে আমরা একে অপরের হাত ধরি। পরস্পরে অন্তরঙ্গ হই। কেননা, আমরা যে একই পথের পথিক।

মৃত্যুর যন্ত্রণা এবং সে মুহূর্তটি কেমন?

এখন আমাদের এ সফরে আমরা চলব নবি-রাসুল ও সালেহিনদের সাথে। দেখব, মৃত্যুর সময় তাদের অবস্থা কেমন ছিল? কেমন কষ্ট-ক্লেশ আপতিত হয়েছিল তাদের ওপর? কারণ, প্রাণ বের হওয়ার অনেক কষ্ট, অনেক বেদনা! প্রাণ তো শরীর থেকে বের করা হয়। তার সঙ্গে শিরা-উপশিরা মারাত্মকভাবে টান খেয়ে যায়। কখনো মৃত ব্যক্তি দেখেছ? যখন মৃত্যু আসে, কেমন গুরুতর অবস্থা হয় তার? ব্যথার প্রচণ্ডতায় তখন তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে রয়, তার শত চিৎকার নীরবতার দেয়াল ভাঙতে অপারগ হয়।

এটি ভীষণ এক অবস্থার স্পষ্ট বর্ণনা। এটি এমন এক স্টেশন, যা বারবার আসে না।

হ্যাঁ, এটি মৃত্যুর দৃশ্য, মৃত্যু উপস্থিত হবার মুহূর্ত, অন্তিম মুহূর্ত। প্রাণ যখন কণ্ঠনালিতে এসে পৌঁছবে। প্রত্যেক গ্রন্থি-জোড় আলাদা হয়ে যাবে। বক্ষ

থেকে বের হবে গরগর আওয়াজ। চোখ থেকে নামবে অশ্রুর বান। তখনই, ঠিক তখনই, বিচ্ছেদ নিশ্চিত হয়ে যাবে। এই নিশ্চয়তা আসে উভয় পা গুটিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। এবং তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলার সময়। দুনিয়াতে পা ফেলার সম্ভাব্যতা হারানোর মাধ্যমে যেন তুমি আমল করার এ জীবনকে ছেড়ে অগ্রসর হচ্ছ হিসাব ও প্রতিদানের দিকে। মহান আল্লাহ সুন্দরভাবে এ দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন।

﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾

'আর এক পায়ের নলা অপর পায়ের নলার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে।'[২]

তখনই শুরু হয়ে যাবে পরকালের যাত্রা। শুরু হবে হিসাব ও প্রতিদানের সফর।

﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾

'সেদিন সবকিছুর যাত্রা হবে তোমার প্রতিপালকের পানে।'[৩]

যে ব্যক্তি নিজ জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট, সে যেন নিজের প্রত্যাবর্তনস্থল সম্পর্কে চিন্তা করে দেখে। যে ব্যক্তি নিজের জীবন নিয়ে অতিষ্ঠ, সেও যেন নিজের প্রত্যাবর্তনস্থলের কথা ভাবে। যার মধ্যে হিসাবের দিনের লজ্জার ভয় আছে, সে যেন একটিবার ভেবে দেখে।

যে বাস্তবতা কেউই অস্বীকার করে না

মৃত্যু এক ভয়াবহ কঠিন বাস্তবতা। মৃত্যু প্রত্যেক প্রাণীরই মুখোমুখি হবে। কেউ এটাকে ফেরাতে পারবে না। কারোই নেই তা প্রতিহত করার ক্ষমতা। মৃত্যু প্রতিটি মুহূর্তে আনাগোনা করে, কাল-পরিক্রমার পিছে পিছেই চলতে থাকে। সে ছোট-বড়, ধনী-গরিব, সবল-দুর্বল, সুস্থ-অসুস্থ সকলের সাথেই সাক্ষাৎ করবে। তাই তো মহান আল্লাহ বলেছেন,

---

২. সুরা কিয়ামাহ : ২৯
৩. সুরা কিয়ামাহ : ৩০

﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

'বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে, অতঃপর তোমাদের দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারীর নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।'[৪]

জীবনের সমাপ্তি একটিই। আর সকলেই মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾

'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে।'[৫]

অবশ্য এরপরে ঠিকানা হবে ভিন্ন ভিন্ন।

﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾

'একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[৬]

মহান আল্লাহ এক বিরাট ও মহান উদ্দেশ্যে জীবন ও মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾

'যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে উত্তম আমলকারী। তিনি মহা শক্তিধর, অতি ক্ষমাশীল।'[৭]

---

৪. সূরা জুমুআহ : ০৮
৫. সূরা আলে ইমরান : ১৮৫
৬. সূরা শুরা : ০৭
৭. সূরা মুলক : ০২

আল্লাহ তাআলা চারটি আয়াতে মৃত্যুযন্ত্রণার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন।

[এক]

﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ﴾

'মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে।'[৮]

[দুই]

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. ﴾

'যদি আপনি দেখেন, যখন জালিমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় আক্রান্ত হবে।'[৯]

[তিন]

﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴾

'অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয়।'[১০]

[চার]

﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴾

'সাবধান, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে।'[১১]

মহান আল্লাহ এক আশ্চর্যকর বিবরণ ও ধারাবাহিক চিত্রের মাধ্যমে মৃত্যুর দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন।

﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ * وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ * وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ * إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. ﴾

৮. সুরা কাফ : ১৯
৯. সুরা আনআম : ৯৩
১০. সুরা ওয়াকিআ : ৮৩
১১. সুরা কিয়ামাহ : ২৬

'সাবধান, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। বলা হবে, কে তাকে রক্ষা করবে? দুনিয়া হতে বিদায়ের ক্ষণ যে এসে গেছে। পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে। অবশেষে আপনার পালনকর্তার নিকট নীত হবে।'[১২]

এবং অপর আয়াতে অতি চমৎকার করে আবার বলছেন,

﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۖ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴾

'মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। যা থেকেই বাঁচার জন্য ইতঃপূর্বে তুমি টালবাহানা করতে। অতঃপর শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, সেদিন এক ভীষণ ভয়ংকর দিন হবে।'[১৩]

হে ভাই, তুমি কি জানো, কে এই মৃত্যুযন্ত্রণা আনয়নকারী? সে সে সত্তা, যাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং তার থেকে পলায়নের কোনো পথ নেই। কোনো কৌশল এ ক্ষেত্রে কাজে আসবে না। উপকারে আসবে না কোনো মাধ্যমই। নিশ্চয় এ মৃত্যুযন্ত্রণা তোমার দুনিয়া থেকে সমাপ্তির সূচনা। পরকাল অভিমুখে ও তার পথে প্রবেশ করা। শত আশা, বড় বড় অট্টালিকা পেছনে ফেলে আসা। পরিবারপরিজন, ধন-সম্পদ সবকিছুই পেছনে ফেলে রাখা।

হয়তো পুরস্কার, নয়তো কঠিন শাস্তি

মৃত্যুর সাক্ষাৎ ব্যথা-বেদনাভরা এক ভয়ানক সময়। এরপরে আছে হয়তো পুরস্কার, নয়তো কঠিন শাস্তি। যদি তুমি সুখ-শান্তি ও সচ্ছলতায় থেকেও মৃত্যুর আগমন নিয়ে ভাবতে, তবে তোমার দুনিয়ার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত। দুনিয়া তোমার কাছে নগণ্য মনে হতো। তুচ্ছ হয়ে যেত তার বিশালতা। তোমার আনন্দ পরিণত হতো বেদনায়। সুখ-শান্তি হয়ে উঠত অশান্তিময়। কেনই বা হবে না? তুমি যে ধন-সম্পদ, পরিবারপরিজন ও

১২. সুরা কিয়ামাহ : ২৬-৩০
১৩. সুরা কাফ : ১৯-২০